হরপ্পা সভ্যতা–৩
ড. ত্রিদিবসন্তপা কুণ্ডু

একক শিরোনামঃ হরপ্পা-উত্তর তাম্রপ্রস্তর যুগীয় গ্রামীন সভ্যতাঃ রাজস্থান, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও বিহার

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ পরবর্তী হরপ্পা সভ্যতা

- ১.৩.১ বালুচিস্তান ও সিন্ধুপ্রদেশ
- ১.৩.২ চোলিস্তান, ঘগ্‌গর-হাক্‌রা উপত্যকা
- ১.৩.৩ গাঙ্গেয় উপত্যকা
- ১.৩.৪ গুজরাট

১.৪ হরপ্পা সভ্যতার পরিণতি সংক্রান্ত বিতর্ক

- ১.৪.১ আর্য আক্রমনের তত্ত্ব
- ১.৪.২ বন্যা তত্ত্ব
- ১.৪.৩ প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার তত্ত্ব
- ১.৪.৪ সরস্বতী নদীর স্রোতধারা শুকিয়ে যাবার তত্ত্ব

১.৫ বিষয়সংক্ষেপ

১.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.৭ নির্বাচিত পাঠ্যতালিকাঃ

১.১ উদ্দেশ্য

এই পাঠ এককটির উদ্দেশ্য হল হরপ্পা সভ্যতার পরিণতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া। পরবর্তী ভারতীয় সভ্যতায় হরপ্পা সভ্যতার অবদানটি বুঝতে হলে এই পর্যায়টি সম্পর্কে একটি ধারণা থাকা প্রয়োজন।

১.২ ভূমিকা

পরিণত হরপ্পা/সিন্ধু সভ্যতা যে সমস্ত অঞ্চলে পাওয়া গেছে তার সর্বত্র পরের পর্যায়ে আলাদা আলাদা পরিবর্তিত সংস্কৃতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। এই সংস্কৃতিগুলি স্তর-পরম্পরায় হরপ্পা/সিন্ধু সভ্যতারই পরিবর্তিত রূপ। এগুলি যে হরপ্পা/সিন্ধু সভ্যতা থেকেই উদ্ভূত তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এর থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয় তা হল হরপ্পা/সিন্ধু সভ্যতার আকস্মিক পতন ঘটেনি, যা ঘটেছিল তা ছিল একধরণের পরিবর্তন। পরিণত পর্যায়ে হরপ্পা/সিন্ধু সভ্যতায় যে উন্নত নগরজীবনের পরিচয় পাওয়া যায় সেধরণের নগরজীবন পরবর্তী পর্যায় দেখা না গেলেও হরপ্পা/সিন্ধু সভ্যতার ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যায়নি। সভ্যতাটি গ্রামীন জীবনে পরিবর্তিত হয়েছিল। শুধু তাই নয় এই পর্যায়ে সভ্যতার ভৌগোলিক বিস্তার ঘটে গাঙ্গেয় উপত্যকা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং দাক্ষিণাত্যের দিকে যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১.৩ পরবর্তী হরপ্পা সভ্যতা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পরিণত হরপ্পা/সিন্ধু সভ্যতা যে সমস্ত অঞ্চলে পাওয়া গেছে তার সর্বত্র পরের পর্যায়ে আলাদা আলাদা পরিবর্তিত সংস্কৃতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে সেগুলি বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল। এক একটি অঞ্চল ধরে সেই পরিবর্তনকে আমরা বোঝার চেষ্টা করবো।

১.৩.১ বালুচিস্তান ও সিন্ধুপ্রদেশ

বালুচিস্তানের ছবি কিছুটা অস্পষ্ট। কোয়েটা অঞ্চলে যে সংস্কৃতির ধারা শুরু হয়েছিল তা খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ পরবর্তী কাল পর্যন্ত পরিবর্তিত রূপে ছিল যার সাক্ষ্য বহন পিরেক নামে কেন্দ্রটি। হরপ্পা সভ্যতার পরিচায়ক কিছু মৃৎপাত্র এই স্তর থেকে পাওয়া গেছে। দক্ষিণ বালুচিস্তানে পুরনো কুল্লি সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত থাকে। সিন্ধু প্রদেশে এই সময়ের সংস্কৃতিকে ঝুকর সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে। এর তিনটি পর্যায়েই পরিণত হরপ্পা সভ্যতার মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। পাকিস্তানি পাঞ্জাবে যে সংস্কৃতি এই পর্যায়ে দেখা গেছে তা সিমেটারি-এইচ (হরপ্পায় প্রাপ্ত একটি সমাধিক্ষেত্রের নামানুসারে) নামে পরিচিত। এই পর্যায়ে এক বিশেষ ধরণের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে যাতে উজ্জ্বল লাল রঙের প্রলেপের উপর চিত্রকর্ম দেখা যায়। হরপ্পায় সাম্প্রতিক খননকার্যের ফলে এই সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

১.৩.২ চোলিস্তান, ঘগ্‌গর-হাক্‌রা উপত্যকা

এই অঞ্চলে পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতির অন্তত ৫০টি কেন্দ্রের অস্তিত্ব জানা গেছে। এর মধ্যে ২৬টি কেন্দ্রের আয়তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে। ১২টি কেন্দ্র ৫ হেক্টরের মধ্যে; ৭টী কেন্দ্র ৫-১১ হেক্টরের মধ্যে; ৬টি কেন্দ্র ১১-২০ হেক্টরের মধ্যে এবং ১টি কেন্দ্র ২০ হেক্টরের থেকে বড়। এর থেকে পরিষ্কার যে বসতি গুলির আয়তনে যথেষ্ট তফাত ছিল। তবে এদের মধ্যে অন্তত একটিকে স্বচ্ছন্দে নগর বলা যায়।

১.৩.৩ গাঙ্গেয় উপত্যকা

ভারতীয় পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি, চণ্ডীগড় এই অঞ্চলে ৫৮০টি (১৯৮৪ সালের হিসাব অনুযায়ী) পরবর্তী হরপ্পা সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতার শেষ

পর্যায়ের কেন্দ্র পাওয়া গেছে। পরবর্তী অনুসন্ধানে এই সংখাটি আরও বেড়েছে। সাধারণভাবে এই বসতি গুলির আয়তন ৫ একর বা তার চেয়ে ছোট। পরিণত হরপ্পা সভ্যতার মৃৎপাত্রের সঙ্গে এই সংস্কৃতির মৃৎপাত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। ঘগ্‌গর-হাক্‌রা উপত্যকা থেকে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এই কেন্দ্রগুলি আয়তনে ছোট হলেও কৃষিকার্যে যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল সে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ কম।

১.৩.৪ গুজরাট

গুজরাটে এই পরিবর্তন প্রথম বোঝা যায় লোথালের ৫নং পর্যায় থেকে যাকে 'লোথাল-বি' বলা হয়ে থাকে। লোথাল ছাড়া রোজডি নামে আর একটি কেন্দ্রে এই পর্যায়ের সাক্ষ্য পেলে। এছাড়াও গুজরাটের আরও কিছু এই পর্যায়ের কেন্দ্র পাওয়া গেছে। যেমন, দ্বারকার কাছে বেট দ্বারকায় কিছুটা সমুদ্রমগ্ন জায়গায় খনন করে পাথরের দেওয়াল, মৃৎপাত্র ইত্যাদি পাওয়াগেছে যার সময়কাল আনুমানিক খ্রি.পূ ১৫৭০অব্দ।সমুদ্রের উচ্চতা কিছুটা বেড়ে যাওয়ায় এই কেন্দ্রটির কিছু অংশ সমুদ্রগর্ভে চলে যায়।

সব মিলিয়ে, এই বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে যেখানে আদি এবং পরিণত হরপ্পা সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে, সেখানে কিছুটা বিক্ষিপ্ত হলেও শেষ পর্যায়ের চিহ্ন ও পাওয়া গেছে। হরপ্পা সভ্যতার ধারা কোথাও কোথাও কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলেও সভ্যতার ধারাটি নষ্ট হয়ে যায়নি। কোথাও কোথাও, যেমন গুজরাট, ভারতীয় পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং দোয়াব অঞ্চলে কেন্দ্রগুলির আয়তন ছোট হয়ে এলেও তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং ঝোকটা পরিবর্তনের দিকে, পতনের দিকে নয়।

১.৪ হরপ্পা সভ্যতার পরিণতি সংক্রান্ত বিতর্ক

কিছুকাল আগে পর্যন্ত হরপ্পা সভ্যতার পরিণতি সম্পর্কে একটি আকস্মিক পতনের ছবি তুলে ধরা হত। সাম্প্রতিক গবেষণা সেই ধারণাটিকে অনেকটাই বদলে দিতে সক্ষম হয়েছে। আকস্মিক পতনের পরিবর্তে ক্রমিক নগরায়নের অবক্ষয়ের ছবি ধরা পড়েছে সাম্প্রতিক প্রত্নতত্ত্ব চর্চায়। তবে এনিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট বিতর্ক আছে এবং এসম্পর্কে বেশ কিছু তত্ত্ব চালু আছে।

১.৪.১ আর্য আক্রমনের তত্ত্ব

এই তত্ত্বটি বহুল প্রচলিত এবং এর প্রবক্তা হলেন মর্টিমার হুইলার। ১৯৪৬ সালে হরপ্পায় খনন কার্য চালাতে গিয়ে তিনি হরপ্পার দুর্গপ্রাকারে এমন কিছু পরিবর্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করেন যা থেকে তিনি অনুমান করেন যে হরপ্পাবাসী বৈদেশিক আক্রমন থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে উদ্যোগী হয়েছিল। তিনি আর্যদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রের দুর্গ ধ্বংসকারী ভূমিকার (ঋকবেদে ইন্দ্রকে **'পুরন্দর'** বলা হয়েছে যার অর্থ দুর্গ বা নগর ধ্বংসকারী) উদাহরণ টেনে এই সিদ্ধান্তে আসতে সচেষ্ট হন যে আর্য আক্রমনকারীরাই দুর্গপ্রাকারবেষ্টিত হরপ্পা নগরী ধ্বংস করেছিল। মোহেঞ্জোদারোর উপরের স্তরে প্রাপ্ত কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কঙ্কাল বৈদেশিক আক্রমনের ধারণাটিকে আরও জোরদার করে। তবে কালক্রমে এই তত্ত্বটি তার গুরুত্ব হারায় কারন এর সমর্থনে যে যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয়েছিল তার অধিকাংশই পরবর্তী গবেষণার ফলে বহুলাংশে প্রাসঙ্গিকতা হারায়।

১.৪.২ বন্যা তত্ত্ব

হরপ্পা সভ্যতার পতনের জন্য সিন্ধুনদের বন্যাকে দায়ী করা হয়েছে। এই তত্ত্বটিকে মোহেঞ্জোদারোর পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রিয় করেন জলবিজ্ঞানী R.L.Raikes। তাঁর মতে প্রবল বন্যার অভিঘাতে এই সভ্যতার পতন ঘটে। তিনি দেখান যে সেই বন্যা সিন্ধুনদের স্বাভাবিক বন্যা ছিল না। এমন বন্যা যা মাটির ৩০০ফিট উপরে বাড়িঘরও ভেঙ্গে দেয়। এর

পাশাপাশি দীর্ঘদিন জলমগ্ন থাকার নগরটির পতন ঘটে। তিনি অনুমান করেন যে ভূমিকম্পের ফলে নিম্ন সিন্ধুনদের খাত উঁচু হয়ে যায় যা নদীর জল সমুদ্রে যাবার পথে বাধা প্রাপ্ত হয়। এর ফলে নগরটি কার্যত একটি জলমগ্ন হ্রদে পরিণত হয় এবং নগরবাসী শেষ পর্যন্ত নগরটি পরিত্যাগ করে। এই তত্ত্বের সমালোচনা করে H.T. Lambrick দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে মোহেঞ্জোদারো নগরটির পতন ঘটেছিল কারন সিন্ধুনদের গতিপথ অনেকটা সরে গিয়েছিল। এই অনুমানটি অনেকেই যথেষ্ট যুক্তিসম্মত বলে মনে করেছেন মোহেঞ্জোদারোর পরিপ্রেক্ষিতে। তবে সামগ্রিকভাবে হরপ্পা সভ্যতার পতনকে এই তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। অনেক পণ্ডিত লোথালের পতনের জন্যও বন্যাকেই দায়ী করেছেন। কালিবঙ্গানের পতনের জন্য অনেকে দায়ী করেছেন যমুনা নদীর স্রোতধারা গঙ্গা অববাহিকার দিকে সরে যাওয়াকে যার ফলে ঘগ্গর-হাক্রাতে জল শুকিয়ে যায়।

১.৪.৩ প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার তত্ত্ব

মর্টিমার হুইলার সহ নেক পণ্ডিত হরপ্পা সভ্যতার ক্রমিক পতনের জন্য প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতাকে দায়ী করেছেন। তাঁরা জোর দিয়েছেন ইট পোড়ানোর জন্য নির্বিচার বৃক্ষচ্ছেদনের উপর। এর ফলে হরপ্পার নগরগুলির চারপাশ বৃক্ষহীন হয়ে পড়ে যা নঞর্থক প্রভাব পড়ে সামগ্রিকভাবে হরপ্পা সভ্যতার উপর।

অন্যদিকে W.A. Fairservis কিছুটা ম্যালথাসিয় জনসংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে খাদ্য সংকটের জন্যই মূলত হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা নগরগুলি পরিত্যাগ করে। তিনি এই সভ্যতার আনুমানিক জনসংখ্যা নির্ধারণ করে দেখিয়েছেন যে ঐ জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের জন্য যে পরিমান খাদ্য উৎপাদন করতে সেই পরিমান খাদ্য উৎপাদনে যত সংখ্যক গ্রামবাসীর যুক্ত থাকা প্রয়োজন ছিল তত জন খাদ্য উৎপাদনে যুক্ত থাকতো না। ঐ অঞ্চলে জনসংখ্যা ও

গৃহপালিত পশুর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে খাদ্য ও জ্বালানী সংকট দেখা দেয়। বাধ্য হয়ে ঐ অঞ্চলের মানুষ নগরগুলি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে থাকে জীবনধারণের আশু প্রয়োজনগুলি মেটাতে। অর্থাৎ, তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ভারসাম্যহীনাই শেষ পর্যন্ত হরপ্পা সভ্যতার পতন ডেকে আনে।

১.৪.৪ সরস্বতী নদীর স্রোতধারা শুকিয়ে যাবার তত্ত্ব

আর একদল পণ্ডিত সরস্বতী নদীর স্রোতধারা শুকিয়ে যাওয়াকেই এই সভ্যতার অবক্ষয়ের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সাম্প্রতিক কালে এটিই সবচেয়ে প্রভাবশালী তত্ত্ব হিসাবে গৃহীত হচ্ছে। এবিষয়ে সন্দেহ নাই যে ঘগ্‌গর-হাক্‌রা বা প্রাচীন সরস্বতী নদীর প্রবাহ শুকিয়ে যাওয়া এই নদী উপত্যকায় গড়ে ওঠা জনবসতিগুলির উপর এক বিরাট আঘাত হানে। তবে ঠিক কত দিন ধরে এই প্রক্রিয়া চলে ছিল তা পরিষ্কার জানা যায় না। এক পণ্ডিতের মতে যমুনা নদী সিন্ধু এবং গঙ্গা অববাহিকার ভিতর পেণ্ডুলামের মতো দুলতো। যখন তা সিন্ধু অববাহিকায় ছিল তখন ঘগ্‌গর-হাক্‌রায় জল ছিল। কিন্তু যখন তা পাকাপাকিভাবে গাঙ্গেয় অববাহিকায় চলে এল তখন ঘগ্‌গর-হাক্‌রাতে জল শুকিয়ে গেল। অন্যদিকে যশ পাল প্রমূখ পণ্ডিতরা ইনসার্ট উপগ্রহ চিত্রের উপর ভিত্তি করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন ঘগ্‌গর-হাক্‌রা প্রবাহ বিভিন্ন সময় দুটি মূল উপনদীর উপর নির্ভরশীল ছিল- শতদ্রু এবং যমুনা। এই দুই উপনদীর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল শতদ্রু (Sutlej)। একের পর এক ভূমিকম্পের ফলে শতদ্রুর প্রবাহটি পশ্চিম দিকে সরে যায় এবং সিন্ধু নদের সঙ্গে মেশে। অন্য দিকে যমুনার প্রবাহও ভূমিকম্পের ফলে সরে যায়। সব মিলিয়ে ঘগ্‌গর-হাক্‌রার সঙ্গে তার জলের উৎস দুই প্রধান উপনদীই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় নদীটি ক্রমশ শুকিয়ে যায়।

১.৫ বিষয়সংক্ষেপ

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে পরিণত পর্যায়ে হরপ্পা সভ্যতার যে চেহারাটি আমরা দেখতে পাই ক্রমশ তার পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তী হরপ্পা পর্যায়ের কেন্দ্রগুলির আয়তন ছোট হয়ে এলেও তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। সন্দেহ নাই যে এই পর্যায়ের কেন্দ্রগুলিতে উন্নত নাগরিক জীবনের পরিচয় ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। তবে নাগরিক জীবনের ধারা কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলেও হরপ্পা সভ্যতার ধারাটি নষ্ট হয়ে যায়নি। কারণ নাগরিক জীবনের অবসান মানেই সভ্যতার অবসান নয়। হরপ্পা সভ্যতা তার নাগরিক জীবন ছেড়ে ক্রমশ গ্রামীন জীবনে পরিবর্তিত হয়েছিল। সুতরাং ঝোকটা পরিবর্তনের দিকে, পতনের দিকে নয়। এই পরিবর্তনের পিছনে বহুবিধ কারণ সক্রিয় ছিল যার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল অবশ্যই ঘগ্গর-হাক্রা বা সরস্বতী নদীর প্রবাহটি শুকিয়ে যাওয়া।

১.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.৭ নির্বাচিত পাঠ্যতালিকাঃ

চক্রবর্তী, দিলীপকুমার, *ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস,* কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৯

Allchin, Bridget, *Origins of a Civilization: The Prehistory and Early Archaeology of South Asia*, New York, Viking, 1997.

Allchin, Raymond (ed.), *The Archaeology of Early Historic South Asia: The Emergence of Cities and States*, New York,Cambridge University Press, 1995.

Chakrabarti, D. K, *Indus Civilization Sites in India: New Discoveries*, Mumbai, Marg Publications, 2004.

---------- *The Oxford Companion to Indian Archaeology*, New Delhi, Oxford, 2006.

Gupta, S. P., *The Indus-Sarasvati Civilization — Origins, Problems and Issues*, Delhi, Pratibha Prakashan, 1996

---------- (ed.), *The lost Sarasvati and the Indus Civilisation*, Jodhpur, Kusumanjali Prakashan, 1995.

Lahiri, Nayanjot (ed.), *The Decline and Fall of the Indus Civilisation,Delhi,*Permanent Black, 2000

Lal, B. B. (1998). *India 1947-1997: New Light on the Indus Civilization*, New Delhi, Aryan Books International, 1998

----------, *The Earliest Civilisation of South Asia (Rise, Maturity and Decline)*,New Delhi, Aryan Books International, 1997

Rao, S. R., *Dawn and Devolution of the Indus Civilization*, New Delhi, Aditya Prakashan, 1991.

পাঠ রচয়িতাঃ

ত্রিদিব সন্তপা কুণ্ডু
অধ্যাপক,
বনোয়ারীলাল ভালোটিয়া কলেজ,
আসানসোল